তারিখ 16 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

ঢাবি শিক্ষক সমিতি

ফেডারেশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন নিয়ে বিভক্তি

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বিপরীত অবস্থান নিয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবনে ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি গঠনে গঠনতন্ত্র না মানার দায়ে সংগঠনটির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে ঢাবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রহমত উল্লাহ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৮

ফেডারেশনের

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

শিক্ষক সমিতি থেকে তিনজন করে প্রতিনিধি ফেডারেশনের প্রতিনিধি সভায় যোগ দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু ঢাবি শিক্ষক সমিতিকে এ ব্যাপারে অবহিত না করেই ফেডারেশনের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

এ বিষয়ে অধ্যাপক মাকসুদ কামাল বলেন, কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় ফেডারেশন থেকে বের হয়ে আসার সিদ্ধান্ত হয়নি। ফেডারেশনের যে কমিটি গঠিত হয়েছে, সে বিষয়ে একটি অবজারভেশন আছে, এজন্য আমরা আরেকটা সভা করে সিদ্ধান্ত নেব। ফেডারেশনের প্রতিনিধি সভায় সদস্য পাঠানোর বিষয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদককে জানানো হয়েছিল বলেও জানান তিনি। ঢাবি শিক্ষক সমিতির প্যাডে সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর বিপরীতে সভাপতি হিসেবে আপনি কোনো বিজ্ঞপ্তি পাঠাবেন কি-না জানতে চাইলে অধ্যাপক মাকসুদ কামাল বলেন, আমি এ ধরনের নোংরামিতে যাব না।

এদিকে অধ্যাপক রহমত উল্লাহ বলেন, ফেডারেশনের কমিটি গঠনে গঠনতন্ত্র মানা হয়নি। প্রতিনিধি সভায় ঢাবি শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে আমিসহ তিনজন যোগ দেওয়ার কথা। শিক্ষক সমিতির মনোনীত সদস্য পাঠানোর ক্ষেত্রেও নিয়ম মানা হয়নি। তাছাড়া গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ফেডারেশনের কমিটি হওয়ার কথা ৭ সদস্যবিশিষ্ট। কিন্তু এবার কমিটি গঠিত হয়েছে ২১ সদস্যের। সভাপতির বক্তব্যের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ফেডারেশনের প্রতিনিধি সভার বিষয়ে লিখিত চিঠির মাধ্যমে জানানোর কথা। কিন্তু আমাকে আগের দিন রাতে মেইল করা হয়েছে। ফলে সমিতির সভা ডেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া মতো সময়ও ছিল না।

জানা গেছে, গত বুধবার ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতির অংশ নিলেও, উপস্থিত ছিলেন না সাধারণ সম্পাদক।